

সাবাশ বৃন্দা কারাত -বিপ্লব

‘আমার কুশপুত্রলিকা জ্বালানো যত সহজ, সত্য বা ন্যায়ের জন্য আমার লড়াই কে শেষ করে দেওয়া এত সহজ নয়’-বৃন্দা কারাত

ধর্মীয় অস্তিত্বতাবাদ(Theist Existentialism) আমার প্রিয় বিষয়। কিয়ার্ডগার্ডের এই থিসিসটি (১৮৪১), আমার মতে ভারতে হিন্দুত্ব এবং বাংলাদেশে ইসলামিস্টদের উত্থানের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা দেয়।

http://www.shodalap.com/BP_Existentialism.pdf

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এরকম। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি না আছে সেটার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য চাই একটা খুঁটি। ঈশ্বরে এবং ধর্মীয় আচরণে বিশ্বাস করে অধিকাংশ মানুষ খুঁজে পায় বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য। ধর্মীয় বৃত্তের মধ্যে থেকে খোঁজে মানসিক শান্তি এবং নিরাপত্তা। প্রশ্ন উঠবে এটাতো ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে সমস্যা কি?

ভারতে হিন্দুত্বের উত্থান এবং বাংলাদেশের তালিবানাইশেন বিশ্লেষণ করলে দ্রুত উত্তর মিলবে। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ভারতে কজন উগ্র হিন্দু ছিল? বড়জোর দুয়েক শতাংশ। বাংলাদেশে উগ্র ইসলামে বিশ্বাসী লোকেদের হাতে গোনা যেত। সব দ্রুত বদলে গেল। ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙল। গুজরাটে দাঙ্গায় সরকারি মদতে পাইকেরী হারে মুসলিম নিধন। বাংলাদেশে বি এন পি সরকার আসার পর, গ্রামে গ্রামে হিন্দুদের গৃহহীন হতে হলো। এখন বোরখা পড়ানোর দাবিতে হরকত মনের আনন্দে আফগানী বোমা ফাটাচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে দেশটা যখন ধর্মের হাতে ডুবছে, মডারেট ধার্মিকরা কোথায়? গুজরাটের দাঙ্গার সময় চারদেওয়ালের অন্দরে মডারেট হিন্দু আলোচনা-শালাদের এবার একটা শিক্ষা হল। ২০০১। বাংলাদেশে হিন্দু মেয়েরা ধর্ষিত হচ্ছে, প্রতিদিন হাজারে হাজারে হিন্দু শরণার্থীর দল সীমান্ত পার করে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। যেসব বাংলাদেশী সংবাদপত্র এই খবরে ছাপাতে লাগল, তারা হয়ে গেল ‘র’ এর চর। বিদেশে যে সব বাংলাদেশী এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন-তারা হয়ে গেল সিয়ার চর। বাংলাদেশের ভাবমূর্তির নষ্ট করা হচ্ছে বলে মুসলিম মডারেটরা আওয়াজ তুললেন। ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে বললে আপনি গোরা আদমি কা দালাল। আরে ভাই ভারত বা বাংলাদেশের ভাবমূর্তির আছেটাই বা কি? একটা দেশ ন্যাংটো ফকির, আরেকটা নেংটি পড়া ফকির।

মডারেটরা এমনিতে হয়ত ভালো মানুষ, ধর্মবাতিক নেই। কিন্তু কেও যদি ইসলাম বা হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে বলে, এদের রক্ত গরম হয়। মনে হয় কেও এদের অস্তিত্বে আঘাত করেছে।

আর কেও যখন ইসলাম বা হিন্দুত্বের নামে ঘৃণার চাষ করে? এরা আল্লা বা শিব সৈনিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভয় পান-পাছে আল্লা বা ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ফলে আল্লা-শিবের সেনারা গোটা উপমহাদেশ জুরে তাড়ব লীলা চালায়। এটাই সংক্ষেপে ধর্মীয় অস্তিত্বতাবাদ। মানে মডারেট ধার্মিকদের নীরব সমর্থনের পেছনে থাকে দার্শনিক কারণ।

ধর্মীয় অস্তিত্ববাদের সাম্প্রতিক নাটকটি অভিনীত হল গুরু বামদেব বনাম সিপিএমের পলিটবুরোর একমাত্র মহিলা সদস্য এবং সিপিএম এর সর্বভারতীয় সম্পাদক প্রকাশ কারাতে স্ত্রী বৃন্দা কারাতের সাথে।

বামদেব শুধু গুরু নন, ব্যবসায়ীও বটে। ভারতে কোটি কোটি শিষ্য, বিদেশেও কোটি খানেক। তিনি যোগগুরু। তার আয়ুর্বেদিক কারখানা থেকে বামদেব মন্ত্রপূত সর্বরোগহরনকারী আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরী হয়। বামদেবের শিষ্যদের মধ্যে এর বিক্রি ভাল। হাজার হলেও গুরুর ফর্মুলা-তাতে মানুষের কাটা হার থাকলেই বা কি এসে গেল!

ভারতে, ওষুধ তৈরীর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রন খুবই কম। যেটুকু খাতা কলমে আছে, ঘুঁষখোর ইনস্পেকটর দেব জন্য সেটুকুও বলবৎ হয় না। আমেরিকায় কোন ওষুধ চালানোর আগে চার-পাঁচ বছর ধরে ফেডারেল ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (FDA), মানুষের ওপর নতুন আবিষ্কৃত ওষুধের ফলাফল পরীক্ষা করে। শুধু তাই নয়, ওষুধ তৈরীর প্রত্যেক ধাপে, যা ব্যবহৃত হয়, তার ট্রেসেবিলিটির ডাটাবেস থাকে। অর্থাৎ, যে স্টীলের পাত্রে ওষুধ তৈরী হচ্ছে, সেই পাত্রের স্টীল কোন কোম্পানী কোথায় তৈরী করেছে তার সমস্ত তথ্য রাখতে হয়। ভারতে এসবের বালাই নেয়। ইনস্পেক্টরকে ঘুঁষ দিলে আপনি যেকোন ওষুধ তৈরীর অনুমতি পাবেন। ইনস্পেক্টররা নামকা ওয়াস্তে ওষুধের ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করেন।

বামদেবের এই ফ্যাক্টরীতে যে ঔষুধ তৈরী হত, তাতে থাকত মানুষের হাড়। মাথার খুলি। এই খবর বৃন্দা কারাত জানতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ ঔষুধের নমুনা সরকারী গবেষণাগারে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ঔষুধের মধ্যে মানব ড এন এ পাওয়া যায়। বামদেবের বিরুদ্ধে সরকারি তদন্ত শুরু হয়।

গল্পটা এখানে শেষ হলে খুশি হতাম। হলো না। বিজেপি, শিবসেনা দাবী তুললো বৃন্দা বহুজাতিক এক ঔষুধ কোম্পানী থেকে টাকা খেয়েছেন! যারা নাকি বামদেবের ফর্মুলার সাথে প্রতিযোগিতায় পিছু হটছিল! এটাতো হিন্দুত্ববাদীদের চেনা গল্প।

আসল গল্প পাওয়া যাবে সিপিএম এর জোটসঙ্গীদের প্রতিক্রিয়া থেকে। বিহারের সদ্য গদিচ্যুত সন্মিট, রেলমন্ত্রী লাল্লু যাদব বল্লেন, আরে ভাই বৃন্দা বড় বাড়াবাড়ি করেছে। ঔষুধে মানুষ হাড় পাওয়া গেছে-কেও মরে তো নি! লাল্লুমিয়া সবে

বিজেপির হাতে বিহার হারিয়েছেন। মানে হিন্দুদের ভোট পাননি। এমন অবস্থায় তার জোট সঙ্গীর হিন্দুগুরুকে আক্রমণ করা মানে, পায়ের তলায় মাটি আরো কাদা হবে। এতেব হিন্দুত্ববাদীর লাইনে বিবৃতি। এবার উত্তরপ্রদেশ নবাব মৌলানা মুলায়েম যাদবের বিবৃতি শুনুন। ইনাকে মৌলানা বলা হয় কারণ গোটা দেশ যখন ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, ইনি ইসলামের মুখপাত্র বনে যান। ইনি শরিয়া থেকে, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ, সবকিছুতেই ইসলামের পক্ষে বিবৃতি দেন। এতে উত্তরপ্রদেশের মুসলমানরা তাকে ভোট দিয়ে থাকে। ইনি আবার বাবা রামদেবের শিষ্যও বটে! ইনি শুধু রামদেবের পক্ষে বিবৃতি দিয়ে ক্ষান্ত হন নি, সিপিএম এর কাছে নালিশ জানিয়েছেন, বাবা রামদেবে বিরুদ্ধে গেলে, উত্তর ভারত থেকে সিপিএম সাফ হয়ে যাবে!

শুধু কি তাই? ভারতের পত্র পত্রিকাগুলো পর্যন্ত বৃন্দার বিরুদ্ধে তাদের প্রচার অব্যাহত রেখেছে। পাওনিয়ার পত্রিকা থেকে বৃন্দার বিরুদ্ধে লেখা একটা প্রবন্ধের কিছু অংশ তুলে দিলামঃ

Ms Karat did not understand the nature of support Baba Ramdev enjoys among the Indian middle class either. For hundreds of thousands of people, who have got inspiration from his teaching, he is a much-awaited messiah, who has brought for them the blessing of peace and health.

বামদেবের শিষ্যরা গত পাঁচই জানুয়ারী দিল্লীতে সিপিএম পার্টি অফিস আক্রমণ করে। তার থেকেও বাজে খবর হচ্ছে সিপিএমের মধ্যে থাকা এক সুবিধাবাদী অংশ, বৃন্দার হঠকারিতার সমালোচনা করেছেন। বৃন্দা কিন্তু নিজ বক্তব্যে অটল এবং বাবা বামদেবের শেষ দেখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

উত্তরপ্রদেশের গৃহবধু ইমরানা যখন শশুরের হাতে ধর্ষিত হল এবং মৌল্লার দল শরিয়া মেনে নিদান দিল, ইমরানার শশুরকে বিয়ে করা উচিত (শরিয়া কি চমৎকার! শশুর পুত্রবধুর প্রতি আকৃষ্ট হলে, তার ধর্ষন করা উচিত!), ভারতের 'ধর্মনিরপেক্ষ জোটের' কোন রাজনীতিবিদ একটাও কথা বললেন না। মৌলানা মুলায়েম আগ বাড়িয়ে বললেন, এতো বড় বড় ইসলামিক পণ্ডিতের সুচিন্তিত মতামত যখন, খারাপ হতে পারে না!

শুধু একজনের নারী হৃদয়, নারীর প্রতি এই অবমাননা মানতে পারে নি। তিনি বৃন্দা কারাত। ইসলামিক ফতেয়ার তীব্র সমালোচনা করে, তিনি ইমরানার পাশে দাঁড়ান এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা সিপিএম এই ফতেয়ার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়। এর আগে সিপিএম ইসলামি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে এত শক্ত ভাবে শেষ কবে দাঁড়িয়েছে আমি জানি না।

আমি বার বার লিখে আসছি, মৌলবাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে, মেয়েদের প্রথম সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে। কারণ মৌলবাদের সাথে পিতৃতন্ত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং মৌলবাদের জৈবিক লক্ষ্য হচ্ছে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ঢাল করে পুরুষের স্বার্থপর জীনের চাহিদা মেটানো।

http://www.satrong.com/content/womens/FutureofMales_Biplab_Women.pdf

ভারতবর্ষে সেটাই আমরা দেখছি। একা বৃন্দা ধর্মীয় অস্তিত্বতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। অথচ, ভোট কাঙাল পুরুষ রাজনীতিবিদরা হিন্দু এবং ইসলামিক সাম্রাজ্যের দালালি করছে। আপাত দৃষ্টিতে ভোট কারণ হলেও, দূরদৃষ্টিতে দেখছি পিতৃতন্ত্রের ছায়া।

পাশাপাশি বৃন্দার হাত ধরে সিপিএম আপোষহীন ধর্মনিরপেক্ষতার পথে ফিরছে। এটাই ছিল সিপিএম এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক চাচা মুজাফরের আসল পথ।

ক্যালিফোর্নিয়া

১/০৭/০৬